ISSN 0976-9463

তবু একলব্য

৫১

Volume 28 • Issue 2 • Number 51

TABU EKALAVYA

An International Peer-reviewed Refereed Research Journal on Arts & Humanities

কলা ও মানববিদ্যা বিষয়ক গবেষণাধর্মী পিয়ার-রিভিউড রেফার্ড পত্রিকা

বিশেষ সংখ্যা

কাজী নজরুল ইসলাম

তৃতীয় খণ্ড

সম্পাদনায়

তপন মন্ডল ‖ শামস্ আল্‌দীন

দি গৌরী কালচারাল এন্ড এডুকেশনাল অ্যাসোসিয়েশন

সমাজ-সংস্কৃতি-সাহিত্য গবেষণাকেন্দ্র

51

TABU EKALAVYA

An International Peer-reviewed Refereed Research Journal on Arts & Humanities
Volume 28, Issue 2
Number 51
Published : July 2022
First Edition : March 2023
ISSN : 0976-9463
ISBN : 978-93-92110-71-9

Kaji Nazrul Islam
Vol. III

TABU EKALAVYA

Chief Advisor : Swami Shastrajnananda
Selina Hossin
Ramkumar Mukhopadhyay
Soma Bandyopadhyay
Sadhan Chattopadhyay
Ashis Chattopadhyay
President : Biplab Majee
Vice-President : Tapan Mandal
Executive Editor : Sushil Saha
Editor : Debarati Mallik
Working Editor : Tapas Pal
Editor-in-Chief : Dipankar Mallik
e-mail : tabuekalavya@gmail.com
Website : www.tabuekalavya.in
facebook : তবু একলব্য গবেষণা পত্রিকা
group : তবু একলব্য গবেষণা পত্রিকা

প্রাপ্তিস্থান : দে'জ, দিয়া, দে বুক স্টোর (দীপু), ধ্যানবিন্দু, পাতাবাহার

মূল্য : ৪৯৯ টাকা

ISSN : 0976-9463

তবু একলব্য
TABU EKALAVYA

An International Peer-reviewed Refereed Research Journal on Arts & Humanities

সভাপতি
বিপ্লব মাজী

সহ-সভাপতি
তপন মন্ডল

মুখ্য উপদেষ্টা
স্বামী শাস্ত্রজ্ঞানন্দ
সেলিনা হোসেন
রামকুমার মুখোপাধ্যায়
সোমা বন্দ্যোপাধ্যায়
সাধন চট্টোপাধ্যায়
আশিস চট্টোপাধ্যায়

নির্বাহী সম্পাদক
সুশীল সাহা

সহযোগী সম্পাদক
তাপস পাল

সম্পাদক
দেবারতি মল্লিক ও দীপঙ্কর মল্লিক

সাংগঠনিক কমিটির যুগ্ম-সম্পাদক
সৌমি দাশ ও মৌমিতা বিশ্বাস

পত্রিকার সমন্বয় কমিটির আহ্বায়ক
বিদিশা সিন্‌হা ও অঙ্কিতা মুখার্জী।

উপদেষ্টামণ্ডলী
মনোজ মিত্র, বিভাস রায়চৌধুরী, পবিত্র সরকার, সমীর রক্ষিত, নলিনী বেরা, অমর মিত্র, জয়া মিত্র, বাবব চৌধুরী, তপোধীর ভট্টাচার্য, ব্রততী চক্রবর্তী, শুভময় মণ্ডল, বারিদ বরণ ঘোষ, সত্যবতী গিরি, শ্রুতিনাথ চক্রবর্তী, অপূর্ব বন্দ্যোপাধ্যায়, সুমিতা চক্রবর্তী, বিশ্বজিৎ ঘোষ, শহীদ ইকবাল, দীপক রায়, উদয়চাঁদ দাশ, সনৎকুমার নস্কর, সুখেন বিশ্বাস।

সম্পাদকমণ্ডলী
সোনালি মুখার্জি, ঊর্মি রায়চৌধুরী, প্রসুন ঘোষ, মীর রেজাউল করিম, মুনমুন গঙ্গোপাধ্যায়, বরেন্দু মণ্ডল, অর্জুন সেনশর্মা, শ্যামশ্রী বিশ্বাস সেনগুপ্ত, সোমা ভদ্র রায়, সৌমি দাশ, মৌমিতা বিশ্বাস, স্বাগতা দাস মোহান্ত, আশিস রায়, মণিশঙ্কর মণ্ডল, বরুণজ্যোতি চৌধুরী, আনিসুর রহমান, শ্যামাচরণ মণ্ডল, রাধেশ্যাম সাহা, সুব্রত ঘোষ, শকুন্তলা দাস, বিদিশা সিন্‌হা, বিদিশা ঘোষ দস্তিদার, দেবযানী সেনগুপ্ত, অনিমেষ গোলদার, হৃষিতা গুপ্তবক্সী, প্রিয়ব্রত ঘোষাল, শুভঙ্কর রায়, অর্ণব সাধুখাঁ, প্রসেনজিৎ বিশ্বাস, গৌতম দাস, চিত্রা সরকার, সুবীর সেন, বিপ্লবকুমার সাহা, রচনা রায়।

বিষয় বিশেষজ্ঞ অধ্যাপকমণ্ডলী
গোপা দত্ত ভৌমিক, অপর্ণা রায়, বেলা দাস, সুমন গুণ, সুচরিতা বন্দ্যোপাধ্যায়, মৃণ্ময় প্রামাণিক, রমেন কুমার সর, অরিন্দম চট্টোপাধ্যায়, অতনু শাশমল, শেখর সমাদ্দার, জ্যোৎস্না চট্টোপাধ্যায়, বিশ্বতোষ চৌধুরী, সৌরেন বন্দ্যোপাধ্যায়, বিশ্বজিৎ রায়, সুমনা দাস সুর, নন্দিনী ব্যানার্জী, সুজিতকুমার পাল, সেলিম বক্স মণ্ডল।

গল্পকার নজরুল

সাহিত্যে নজরুল : বিকাশ ও বিবর্তন ৯১ শ্রীতা মুখার্জী

নজরুলের গল্প ৯৮ আবদুল কাদির

গাল্পিক নজরুল ১০২ মুজীবুর রহমান খাঁ

নজরুলের ছোটোগল্পে নারী মনস্তত্ত্বের স্বরূপ ও সন্তানুসন্ধান ১০৪ মহব্বতুন্নেসা খাতুন

কাজী নজরুলের গল্পে আন্তর্জাতিক পটে প্রেম-যুদ্ধকথা ১১০ মৃদুল ঘোষ

'স্বামীহারা' : এক নারীর জীবন কথা ১১৭ রচনা রায়

'সৈনিক নজরুল' : গল্প-উপন্যাসে সৈনিক মনোবৃত্তির পরিচয় ১২৩ উৎপল ডোম

নজরুলের ছোটোগল্পে মহামারী ১৩০ বৈশাখী রায়

কাজী নজরুল ইসলামের স্বতন্ত্র সত্তা প্রসঙ্গ 'হেনা' ১৩৬ রিংকি মহাপাত্র

নজরুলের 'শিউলি-মালা' গল্পগ্রন্থের শিল্পমূল্য ১৪০ জয়ন্ত ঘোষ

গল্প-অলিন্দে নজরুল ১৪৭ দীপক সাহা

ঔপন্যাসিক নজরুল

উপন্যাস রচনায় নজরুল ১৫২ মুহম্মদ আবদুল হাই

ঔপন্যাসিক নজরুল ইসলাম ১৫৬ নূরুল মোমেন

কথাশিল্পী নজরুল ইসলাম ১৬০ ফাখরুল ইসলাম

'বাঁধনহারা' : নজরুলের এক অপূর্ব সৃষ্টি ১৬৭ সোমা ভদ্র রায়

'বাঁধনহারা' : তরুণ নজরুলের আত্মজৈবনিক ইতিকথা ১৭৮ অরুণ কুমার সাঁফুই

ঔপন্যাসিক নজরুল : এক অনালোচিত কথাকার ১৮৫ সাথী ত্রিপাঠী

নজরুলের 'বাঁধনহারা' : এক বাঁধন কাটা স্বর ১৯৩ সুরজিৎ চক্রবর্তী

নাট্যকার নজরুল

নাট্য রচনায় নজরুল ইসলাম ১৯৯ ইব্রাহীম খাঁ

নজরুল নাটকের ফল্গুধারায় 'লেটো' ২০৩ সংহিতা মিত্র

কাজী নজরুল ইসলামের একাঙ্ক 'ঝিলিমিলি' প্রসঙ্গ নির্মাণকৌশল ২১০ চন্দন কুমার সাউ

গানের ধারায় নজরুল

নজরুলের ইসলামি গান ২১৭ কাজী মোতাহার হোসেন

'দেবীস্তুতি' : নজরুলের শ্যামা মা ২২০ সুব্রত পুরকাইত

বিস্ময়কর সংগীত ও নজরুল ইসলাম ২২৮ পিয়ালী দাস

কাজী নজরুলের গান : বাংলা গানের ধারায় এক নতুন সংযোজন ২৩৩ সুমন্ত চন্দ

কাজী নজরুল ও তাঁর গানের খেয়া ২৪০ ভানুমতী রায়

শিশু-সাহিত্যে নজরুল

শিশু-সাহিত্যে নজরুল ২৪৬ বেগম শামসুন নাহার মাহমুদ

শিশু প্রেমিক নজরুল ২৫১ তিতলী ব্যানার্জী

বাংলা শিশুসাহিত্যে নজরুল ইসলাম ২৫৮ তাপস অধিকারী

শিশুসাহিত্যিক নজরুল ইসলাম ২৬৪ বিপুল পাল

অন্যান্য অনালোচিত বিষয়

মিছিলে-স্লোগানে নজরুল ২৭০ বিশ্বজিৎ সরকার

চিঠিপত্রে নজরুল ২৭৬ মো. মিসবাহুল ইসলাম

বিদ্রোহী কবি নজরুল ও তাঁর রচিত শ্যামাসংগীত ২৮১ রিয়া দাস

নজরুল প্রবন্ধে সমন্বয় ও জাতীয়তাবাদ ২৮৬ মিরাজুল ইসলাম

'বাঁধন-হারা' : তরুণ নজরুলের আত্মজৈবনিক ইতিকথা

অরুণকুমার সাঁফুই

কাজী নজরুলের প্রথম উপন্যাস 'বাঁধন-হারা' (১৯২১)। নজরুল যখন এই উপন্যাস লিখেছেন তখন তিনি একুশ-বাইশ বছরের তরুণ যুবক। জীবনযাপনে ঘরছাড়া বাউন্ডুলে, উদাসীন। 'বাঁধন-হারা'র কেন্দ্রীয় চরিত্র নূরুল হুদার জীবন চিত্রণে নজরুল নিজেকেই উজাড় করে দিচ্ছেন। জ্ঞাত-অজ্ঞাতসারে 'বাঁধন-হারা' উপন্যাস হয়ে উঠছে, তরুণ নজরুলের 'আত্মজৈবনিক' ইতিকথা।

১৯১৪ সালে সংঘটিত প্রথম বিশ্বযুদ্ধে মিত্রশক্তির পক্ষে নজরুল ভাড়াটে সৈনিক হিসেবে অংশগ্রহণ করেন। ১৯১৭ সালে করাচি সেনা ছাউনিতে অবস্থানকালে নজরুল তাঁর 'বাঁধন-হারা' উপন্যাস রচনা শুরু করেন। ১৯২০ সালের মার্চ মাসে বেঙ্গলি রেজিমেন্ট ভেঙে গেলে, তিনি কলকাতায় ফিরে এসে উপন্যাসের বাকি অংশ সম্পূর্ণ করেন। মুজফ্‌ফর আহ্‌মেদ তাঁর 'কাজী নজরুল ইসলাম : স্মৃতিকথা' গ্রন্থে 'বাঁধন-হারা' উপন্যাসের প্রকাশবৃত্তান্ত সম্পর্কে লিখেছেন—

> একটি অদ্ভুত যোগাযোগ বলতে হবে। বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতির আফিসে কাজী নজরুল ইসলাম থাকতে এলো, আর কার্যত ওখান থেকেই বার হতে যাচ্ছিল 'মোসলেম ভারত' নামক মাসিক পত্রিকাখানি। ওই বাড়ীতে আফজালুল হক সাহেবের বড় তখৎপোষখানাই ছিল 'মোসলেম ভারতে'র অবিজ্ঞাপিত সম্পাদকীয় দফতর।...মোসলেম ভারতের কিছু কিছু লেখা প্রেসে চলে গিয়েছিল। পরের মাসেই তো বা'র হবে কাগজখানা। আমার সম্মুখে সেই রাত্রেই 'মোসলেম ভারতে' লেখা দেওয়ার বিষয়ে আফজালুল হক সাহেবের সঙ্গে নজরুলের কথাবার্তা হয়ে গেল।...নজরুল বলল সে একখানা পত্রোপন্যাস লেখা শুরু করেছে। তার ক'খানা পত্র সে যে করাচির সেনানিবাস হতে লিখে এনেছিল একখানা ফুলস্ক্যাপ ফলিও সাইজের খাতা খুলে আমাদের তা সে দেখিয়েও দিল। আফজালুল

> হক সাহেব রাজী হলেন যে পত্রোপন্যাসখানা তিনি তাঁর কাগজে ছাপাবেন। তার পরে নাম নিয়ে কথা উঠল। নজরুল বলল, 'তহমীনা' কিংবা 'বাঁধন-হারা' নাম দিতে পারেন। বলা বাহুল্য আমাদের 'বাঁধন-হারা' নামটিই পসন্দ হলো।[১]

মোজাম্মেল হক সম্পাদিত 'মোসলেম ভারত' পত্রিকার প্রথম সংখ্যা ১৩২৭ বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাস (১৯২০, এপ্রিল) হতে ধারাবাহিকভাবে 'বাঁধন-হারা' উপন্যাস প্রকাশিত হতে থাকে। 'মোসলেম ভারত' পত্রিকায় 'বাঁধন-হারা' উপন্যাস প্রকাশের পর-পরই এই পত্রিকার জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় প্রকাশিত হয় 'বাঁধন-হারা' উপন্যাসের সমালোচনা। এই জ্যৈষ্ঠ সংখ্যার সমালোচনা প্রসঙ্গে চিত্তরঞ্জন ঘোষ সম্পাদিত 'নারায়ণ' মাসিক পত্রিকা ভাদ্র ১৩২৭ সংখ্যায় লেখা হয়—

> 'বাঁধন-হারা' বড় উপভোগ্য। তাহাতে বিবাহতত্ত্ব বড় সরস—অবিবাহিত দ্বিপদ; বিবাহিত চতুষ্পদ,...বাঁধন-হারা'র বর্ণনাটি খাঁটি কবিত্বে উজ্জ্বল ও মোহনীয়...মাঝখানে মায়ের স্নেহাশ্রুমাখা আদরের চিঠিখানি বেশ। তার পর করাচির বর্ণনাটিতে যৌবন জলতরঙ্গ আছে-উপমাগুলি মন মাতান।[২]

এরপর 'নারায়ণ' পত্রিকায় ১৩২৭ বঙ্গাব্দের অগ্রহায়ণ সংখ্যায় গ্রন্থসমালোচনা অংশে, 'নারায়ণের নিকষ-মণি' শিরোনামে 'বাঁধন-হারা' উপন্যাসের এক দীর্ঘ সমালোচনা প্রকাশিত হয়। 'বাঁধন-হারা'র সমালোচনায় লেখা হয়—

> হাবিলদার কাজী নজরুল ইসলামের সেই অনুপম 'বাঁধন-হারা'। নজরুল ইসলাম অরূপ রসের কবি তাহা জানিতাম, এবারকার বাঁধনহারার গোড়ায় তাহাকে পাই বাঘের মত কেমন যেন সুন্দর তবু ভয়ঙ্কর। কোন্দল যদি অধিক হইয়া মাত্রা ছাড়ায় ছবি আঁকিতে রঙ যদি বেশি পড়িয়া যায়, লাজের অপাঙ্গে যদি বিলোল কটাক্ষ আসে, তাহা হইলে কবিত্বের হানি হয়। গোড়ায় তাহাই ঘটিয়াছে, কিন্তু কোয়াটার গার্ডের হাবিলদারের ছবিটি আঁকিতে রঙ কোথাও বেশি পড়ে নাই। তাহার পর আবার সেই রূপ-অরূপের ভাবের রাস! এই রসে নজরুল যেমন ফোটে তেমন আর কোথায়ও নয়। এ অংশটুকু আমাদের পঞ্চপ্রদীপের ঘৃতের জোগান দিতে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।[৩]

১৩২৭ বঙ্গাব্দের (১৯২০, এপ্রিল) বৈশাখ মাস হতে 'মোসলেম ভারত' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হওয়ার পর, 'বাঁধন-হারা' গ্রন্থাকারে প্রথম প্রকাশিত হয় শ্রাবণ ১৩৩৪ (জুন, ১৯২৭)। ডি.এম লাইব্রেরি, ৬৯ কর্ণওয়ালিশ স্ট্রিট থেকে 'বাঁধন-হারা' প্রকাশ করেন গোপালদাস মজুমদার। ক্রয়মূল্য ছিল দুই টাকা।[৪] 'বাঁধন-হারা' উপন্যাসটি নজরুল উৎসর্গ করেন, সুর-সুন্দর শ্রীনলিনীকান্ত সরকার মহাশয়কে।

১৯১৯ সালের মে মাসে, 'সওগাত' পত্রিকায় প্রকাশিত হয় নজরুলের 'বাউন্ডুলের আত্মকাহিনী' নামক ছোটোগল্প। এরই পূর্ণ বিকাশ লক্ষ করা গেল, নূরুল হুদা নামক এক যুবককে কেন্দ্র করে রচিত 'বাঁধন-হারা' উপন্যাসে। এ উপন্যাসের মূল কাহিনি, ব্যর্থ প্রণয়। নায়ক নূরুল হুদা ও নায়িকা মাহবুবার ব্যর্থ প্রণয়কে কেন্দ্রে রেখে, ঔপন্যাসিক নজরুল কাহিনি নির্মাণে অগ্রসর হয়েছেন। বাঁকুড়া কলেজে পাঠরত অবস্থায়, বাউন্ডুলে অনাথ নূরুল হুদা, বন্ধু মনুয়রের সূত্রে মনুয়রের দিদি রাবেয়া ও জামাইবাবু রবিয়লের সংসারে ঠাঁই পায়। অল্প দিনেই নূরুল, পরিবারের অন্যান্য সদস্য—রবিয়লের মা রকিয়া ও বোন সোফিয়ার প্রিয়পাত্র হয়ে ওঠে। পরিবারের সদস্যদের আন্তরিকতায় স্নেহে-মমত্বে প্রশ্রয়ে নূরুল অনাহূত হয়েও পরিবারের একজন হয়ে